যুগান্তর

তারিখ ... 13 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৩ ... ২

পাঁচ বছরেও বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার হয়নি

যুগান্তর রিপোর্ট

দীর্ঘ ৫ বছরেও বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সম্ভব হয়নি। ২১ বছর আগে প্রণীত পদ্ধতিতে এখনও পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। পুরনো পদ্ধতি সংস্কারের ব্যাপারে কোন দ্বিমত না থাকলেও নতুন পদ্ধতির বিষয় ও নম্বর বিন্যাস কি ধরনের হবে সে বিষয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি ঐকমতে আসতে পারেনি। পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার না হওয়ায় সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ক্যাডার সার্ভিসের জন্য দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা বাছাই ও নিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে। পিএসসির ২০০২ সালের বার্ষিক রিপোর্টে বিসিএস পরীক্ষা দ্রুত আধুনিক মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী করণের স্বার্থে অবিলম্বে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশন ১৯৯৮ সালে পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে ৩০০ নম্বরের তিনটি ঐচ্ছিক বিষয় ৬৪ বিষয়ের মধ্য থেকে বেছে নেয়ার সুযোগ থাকায় মেধা নির্ধারণের সমস্যা হচ্ছে বলে তারা ঐচ্ছিক বিষয় বাদ দিয়ে সমন্বিত পরীক্ষা পদ্ধতির সুপারিশ করে। এ প্রস্তাবে বাংলা. সংস্কার : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

সংস্কার : হয়নি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ইংরেজি, বাংলাদেশ বিষয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতার প্রতিটিতে ১০০ নম্বর, সাধারণ ক্যাডারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সামাজিক বিজ্ঞানে ১০০ করে ২০০ নম্বর, অন্যদিকে টেকনিক্যাল বা প্রফেশনাল ক্যাডারের জন্য একাডেমিক এটেইনমেন্টে ২০০ নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষায় ২০০ নম্বর বণ্টনের কথা বলা হয়। কিন্তু সচিব কমিটি বাংলা ও ইংরেজির প্রতিটিতে ২০০ নম্বর, গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতাকে একত্র করে ১০০ নম্বর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতিটির জন্য ৫০ নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষায় ১০০ নম্বর বরাদ্দের সুপারিশ করে। তখন পিএসসি বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে এবং এর সুপারিশের ভিত্তিতে নতুন প্রস্তাব পাঠায়। পরবর্তীতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সব মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষা ক্যাডারের জন্য গাণিতিক যুক্তিতে ৫০, মানসিক দক্ষতায় ৫০ নম্বর ধরে বাকি ৬টি বিষয়ের প্রতিটিতে ১০০ নম্বর, একাডেমিক এটেইনমেন্টে ২০০ নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষায় ১০০ নম্বর বরাদ্দের প্রস্তাব করে। সর্বশেষ ২০০০ সালের জুলাই মাসে সচিব কমিটি ওই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ ক্যাডারের জন্য বাংলায় ২০০, ইংরেজি ২০০, বাংলাদেশ বিষয়াবলী ২০০, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ১০০, গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (স্যাট ও জিআরই ধরনের) ১০০, সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ১০০ এবং মৌখিক পরীক্ষায় ১০০ নম্বর বণ্টনের আর টেকনিক্যাল বা প্রফেশনাল ক্যাডারের জন্য বাংলা ১০০, ইংরেজি ১০০, বাংলাদেশ বিষয়াবলী ২০০, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ১০০, গাণিতিক যুক্তি ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিলেও আজ পর্যন্ত বিষয়টির [illegible] হয়নি। অথচ পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের সুপারিশ গৃহীত হলে নতুন [illegible] বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে [illegible] মেধা নির্ণয় করা যাবে, যাতে [illegible] বিসিএস [illegible] এবং [illegible]